গাংনীতে তুচ্ছ ঘটনায় এক ব্যক্তিকে দা দিয়ে কু*পি*য়ে জখম

গাংনী উপজেলার মহব্বতপুর গ্রামে তুচ্ছ ঘটনায় বাড়ির উপর গিয়ে মেজর
(৩২) নামের এক ব্যক্তিকে ধারাল দা দিয়ে কুপিয়ে জখম করেছে প্রতিপক্ষ।

গুরতর জখম মেজর মাথায় ১৮ টি সেলাই নিয়ে এখন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্◌্◌ের চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তার অবস্থা আশংকাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক।

আহত মেজর মহব্বতপুর গ্রামের মধ্যপাড়া এলাকার সিরাজুল ইসলামের ছেলে। ঘটনাটি ঘটেছে আজ রবিবার বিকাল সাড়ে চারটার দিকে।

আহত মেজর জানান, বাড়ির পাশে পথের ধারেই আমার প্রতিবেশী হারান আলীর ছেলে মেজবার আলীর বাঁশ বাগান রয়েছে। একটি বাঁশ পথের উপর হেলে পড়াই পথচারিরা নানাভাবে ভোগান্তির শিকার হচ্ছিল। গতকাল দুপুরে পথটি পরিস্কার করার জন্য হেলে পড়া বাঁশটি কেটে বাগানেই রেখে দিই। বিকালের দিকে বাঁশ বাগানের মালিক মেজবার আলী হাতে ধারালো দা হাতে আমার বাড়িতে অবৈধভাবে প্রবেশ করে আমার মাথায় কোপ মারে। এতে আমি রক্তাক্ত জখম হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ি। আমার আত্মচিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে আসলে মেজবার পালিয়ে যায়।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক সীমা বিশ্বাস বলেন, আহত মেজরের মাথায় ১৮ টি সেলাই দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে সে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, মেজবার আলী পেশায় ভ্যান চালক। এর আগে গরু ও ছাগল চুরির অপরাধে তার বিরুদ্ধে স্থানীয়ভাবে শালিস বৈঠক হয়েছে। শালিস বৈঠকে সে একাধিকবার জরিমানা দিয়েছে। এছাড়া গাংনীতে আলগামন চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। এলাকার অনেক মানুষকে বিনা কারনে সে মারধর করে থাকে। তার ভয়ে এলাকার মানুষ কথা ও প্রতিবাদ করতে সাহষ পাইনা।

মেজরকে জখম করার অপরাধে গাংনী থানায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি

নিচ্ছেন ভিকটিম।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলাম বলেন, অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

হিট অ্যাকশন ডে উপলক্ষে মেহেরপুর রেড ক্রিসেন্ট বিভিন্ন কর্মসূচি

হিট অ্যাকশন ডে উপলক্ষে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি মেহেরপুর জেলা ইউনিটের বর্ণাঢ্য র্যালি, নাটক প্রদর্শন ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

আজ রবিবার সকালে মেহেরপুর জেলা পরিষদের মিলনায়তন থেকে র্যালিটি বের হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমির সামনে শেষ হয়। পরে সেখানে Heat Action Day উপলক্ষে নাটক প্রদর্শন করা হয়।

এ সময় র্যালিতে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি মেহেরপুর জেলা ইউনিটের সভাপতি আব্দুস সালাম, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি মেহেরপুর জেলা ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট খন্দকার একরামুল হীরা, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি মেহেরপুর জেলা ইউনিটের কার্যনির্বাহী সদস্য খন্দকার শামসুজ্জোহা সোহাগ সহ বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট মেহেরপুর জেলা ইউনিটের সকল সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এরপর বিকেলে Heat Action Day উপলক্ষে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি মেহেরপুর জেলা ইউনিটের পক্ষ থেকে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ।

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি মেহেরপুর জেলা ইউনিটের সভাপতি আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি

মেহেরপুর জেলা ইউনিটের কার্যনির্বাহী সদস্য খন্দকার শামসুজ্জোহা সোহাগের সঞ্চালনায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি মেহেরপুর জেলা ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট খন্দকার একরামুল হীরা, মেহেরপুর মহিলা কলেজর সাবেক প্রভাষক নুরুল আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় ক গ্রুপে প্রথম স্থান অধিকারী এহসান শফিকের হাতে পুরস্কার তুলে দেন এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকারী তালহা জুবায়ের এর হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

খ গ্রুপে প্রথম স্থান অধিকারী সাজিদ আহমেদের হাতে তুলে দেন এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকারী তানিছা তাসনিমের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ।

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে মেহেরপুর জেলা ইউনিটের সকল সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রশিক্ষণ কক্ষেই মারা গেলেন সহকারী শিক্ষিকা

প্রশিক্ষণ কক্ষেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা মূর্শিদা খাতুন মৌসুমী (৪২)।গতকাল শনিবার বিকাল সাড়ে তিনটার দিকে গাংনী উপজেলা রির্সোস সেন্টার (ইউআরসি) এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে।

মূর্শিদা খাতুন মৌসুমী গাংনী উপজেলার মহম্মদপুর মধ্যপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা। তিনি একই গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্য রাসেল আহমেদ মামুনের স্ত্রী।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জিয়া মোহম্মদ আহসান মাসুম বলেন, শিক্ষাক্রম বিস্তরণ-২০২৪ এর আওতায় তিনদিন ব্যাপি শিক্ষকেদর প্রশিক্ষণ চলছে। আজ ছিল প্রশিক্ষণের দ্বিতীয় দিন। ঘটনার সময় শিক্ষিকা মৌসূমীর পাঠ প্রদর্শন চলছিল। পাঠ প্রদর্শণ চলা অবস্থায় অসুস্থ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। এসময় অন্যান্য সহকর্মীরা

তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

তিনি আরও বলেন, গাংনী সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের সহকারী শিক্ষা অফিসার (এটিও) আরিফুল ইসলাম ও মেহেরপুর পিটিআই এর প্রশিক্ষক আনিছুর রহমান প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক সীমা বিশ্বাস জানান, ওই শিক্ষিকা হাসপাতালের আসার আগেই মারা গেছেন। ধারণা করা হচ্ছে হার্ট এট্যাক হয়ে তার মৃত্যু হয়েছে।

মেহেরপুরে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে স্বারকলিপি প্রদান

যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দাবিতে ২০৬টি সংগঠনের পক্ষে জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামের পক্ষ থেকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

আজ রবিবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক শামীম হাসানের হাতে স্বারকলিপি তুলে দেন জাতীয় কন্যা শিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি শিক্ষাবিদ সিরাজুল ইসলাম।

এসময় জাতীয় কন্য শিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট নার্গিস সুলতানা, সদস্য আজিজুল হক রানু, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এর গাংনী এরিয়া অফিসের সমন্বয়ক হেলাল উদ্দীন।

স্বারকলিপিতে বলা হয়, আপনার (প্রধানমন্ত্রী) বলিষ্ঠ নেতৃত্বে নারীর ক্ষমতায়ন, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে বাংলাদেশ ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আপনার আন্তরিকতা ও দূরদর্শিতা নারী ও কন্যাশিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় অনন্য ভূমিকা রেখেছে। রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বোচ্চ পদসমূহে নারীর সক্রিয় উপস্থিতিতে

বাংলাদেশ আজ সারা বিশ্বের কাছে অনুসরণীয়।

আমরা জানি, বিগত তিন দশকে ‘জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১’, ‘পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন২০১০’, ‘নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০৩ (সংশোধিত)’, ‘হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন-২০১২’, তৃতীয় লিঙ্গের আইনি স্বীকৃতি, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধসহ নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতের লক্ষ্যে ‘বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭’-সহ প্রয়োজনীয় বিভিন্ন আইন প্রণীত হয়েছে। এরপরও, স্বাধীনতার ৫৩ বছরেও নারী ও শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। পরিবারে, সামাজিক পরিসরে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, যানবাহনে কোথাও এদেশের নারী ও শিশুরা সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতার একটি বড় অংশ হচ্ছে-যৌন হয়রানি ও নির্যাতন। রাস্তাঘাট, গণপরিবহন, জনসমাগমস্থল, এমনকি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠেও এই যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়ত। সম্প্রতি সহপাঠীদের দ্বারা যৌন হয়রানি ও মানসিক নিপীড়নের শিকার হয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা, ময়মনসিংহে অবস্থিত জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এক শিক্ষার্থীর শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়েও একই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। একইসাথে বিভিন্ন স্কুল-মাদ্রাসা, কলেজ, গণপরিবহন, রেলস্টেশনে যৌন হয়রানির ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে যেগুলো বিভিন্ন সময়ে গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। দুঃখজনক বিষয় হলো, যৌন হয়রানি বিষয়ক সুনির্দিষ্ট আইন না থাকার কারণে দোষীদের বিচারের আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছে না, ফলে এধরনের সহিংসতা উদ্বেগজনকভাবে বেড়েই চলেছে।

অনলাইনেও হয়রানি ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন নারী ও শিশুরা। জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ- পুলিশ সাইবার সাপোর্ট সেন্টার ফর উইমেনের (পিসিএসডাবি−উ) তথ্য অনুসারে, বিগত ১৫ মাসে অনলাইনে ভুয়া আইডি (পরিচয়) খোলা, আইডি হ্যাক, প্রতারণা, মুঠোফোনে হয়রানি ও আপত্তিকর আধেয় বা কনটেন্ট ছড়ানোর সাড়ে ১২ হাজারের বেশি অভিযোগ এসেছে। এ বাস্তবতা থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, যৌন হয়রানির শিকার ব্যক্তিদের জন্য অনতিবিলম্বে সুনির্দিষ্ট একটি আইন প্রয়োজন, যার মাধ্যমে তাঁরা সুরক্ষা ও প্রতিকার পেতে পারেন। জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম ৭০টি জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকা এবং ২৮টি ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া থেকে তথ্য সংগ্রহ করছে।

সংগৃহীত তথ্যে দেখা যায়, ২০২৩ সালে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন মোট ৩৮৫ জন, যার মধ্যে ১১১ জন নারী এবং ২৭৪ জন কন্যাশিশু। অন্যদিকে গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারের (ওসিসি) তথ্য বলছে, বিগত ২৩ বছরে এই সেন্টার থেকে শারীরিক ও যৌন নির্যাতন এবং দগ্ধ হওয়ার ঘটনায় ৬২ হাজারের বেশি নারী ও শিশু সহায়তা পেয়েছে। মামলা হয়েছে মাত্র ১৯ হাজার ৪৪১টি। এর মধ্যে মাত্র ৩ শতাংশ এর ক্ষেত্রে রায় হয়েছে এবং সাজা কার্যকর হয়েছে ১ শতাংশের কম।

ভুক্তভোগী ও তাঁর পরিবারের কাছে যৌন সহিংসতার প্রভাব দীর্ঘমেয়াদি। যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও প্রতিকারে পূর্ণাঙ্গ কোনো আইন না থাকায় ভুক্তভোগীরা মানসিক, শারীরিক, আর্থিক এবং সামাজিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আমরা মনে করি সহিংসতা ও যৌন হয়রানির এই ভয়াবহ বাস্তবতার পেছনে যথাযথ বিচার না হওয়া এবং বিচার না পাওয়ার বিষয়টি সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে। আমরা আরও মনে করি, যৌন হয়রানির ঘটনার বিচারের জন্য সুনির্দিষ্ট আইন না থাকা ন্যায়বিচার পাওয়ার পথে একটি বড় অস্তরায়। এই সমস্যার কার্যকর সমাধানের জন্য প্রয়োজন একটি যথাযথ ও সুনির্দিষ্ট আইন, যা বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক যৌন হয়রানি প্রতিরোধে প্রদত্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নের নিমিত্ত আইন প্রণয়ন করা আবশ্যক বিষয়টিও সুনিশ্চিত করবে।

এছাড়াও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্ম, বর্ণ, বয়স, পেশা ও লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের জন্য সম-সুযোগ ও সম-অধিকার নিশ্চিত করবার বিধানটিকেও নিশ্চিত করবে। এই বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে আমরা সর্বত্রচিত্তে আপনার কাছে প্রত্যাশা করি, একজন সফল রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে আপনি স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি আইন ‘যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন‘ অতিসত্ত্বর প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। যার মধ্য দিয়ে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০২৪ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার সু¯পষ্ট অঙ্গীকার ‘কন্যাশিশুদের প্রতি বৈষম্য, নির্যাতন বন্ধ ও তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা’র যে প্রতিশ্রুতি, সেটা আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে। আমাদের জোরালো দাবি আপনার নেতৃত্বেই যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন অতিসত্বর প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন হবে, যার মাধ্যমে নারী ও শিশুদের জন্য সুরক্ষিত পরিবেশ নিশ্চিত হবে এবং সর্বস্তরে সংঘটিত যৌন সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুরা আইনের আশ্রয় লাভ করতে পারবে এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত হবে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুর পৌর গড়পুকুরে গোসল করতে গিয়ে স্কুল ছাত্র নিহত

মেহেরপুর শহরের পৌর গড়পুকুরে গোসল করতে গিয়ে তৌফিক (১২) নামের এক স্কুল ছাত্র নিহত হয়েছে। আজ রবিবার (২ জুন) সকাল ১১ টার সময় মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে মারা যায় শিশুটি।

নিহত তৌফিক মেহেরপুর শহরের নতুনপাড়া এলাকার তোজাম্মেল হকের ছেলে ও মেহেরপুর টেকনিক্যাল স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেনীর ছাত্র। মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কনি মিয়া এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

জানা গেছে, সকাল ১০ টার দিকে নিহত তৌফিক ও তার কিছু বন্ধু মিলে স্কুল থেকে গড়পুকুরে গোসল করতে নামে। পুকুরে বন্ধুদের সাথে জলকেলি খেলতে গিয়ে অসাবধানতা বসত তৌফিক পানির নিচে তলিয়ে যায়। এসময় ওই পুকুরে গোসলরত অন্যান্য লোকজন খুঁজতে থাকে।

খবর পেয়ে মেহেরপুর ফাঁয়ার এন্ড সিভিল ডিফেন্সের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌছান। ফাঁয়ার সার্ভিসের ষ্টেশন অফিসার শামীম রেজা ও মনিরুল ইসলাম ঘন্টাব্যাপী খোঁজা-খুজির পর তাকে পানির নিচ থেকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেন। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃতু ঘোষণা করেন। নিহতের মরদেহ বর্তমানে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে রাখা হয়েছে।

https://www.youtube.com/watch?v=QqeOCGUmLHQ

উল্লেখ্য, মেহেরপুর পৌর গড়পুকুরকে (১১ বিঘা জমির) উপর দাতা সংস্থা এশীয়া উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) অর্থায়নে প্রায় ১২ কোটি টাকা ব্যয়ে বিনোদন কেন্দ্রে রূপান্তর করা হয়েছে।

গড়পুকুরের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে এখন প্রতিদিন হাজার নারী পুরুষ এখানে আসেন। পুকুরের পানিতে গোসল ও জলকেলিতে ব্যাস্ত থাকেন।

এখানে রয়েছে, ঢাল সুরক্ষা বেস্টনি, গণমানুষের জন্য দু’টি পাবলিক টয়লেট, নিরাপত্তা রক্ষীর কামরা, শিশুদের বিনোদনের ব্যবস্থা, পুরো গড় এলাকা জুড়ে তৈরী করা হচ্ছে সবুজ বেস্টনি, পুকুরের

চতুর্দিকে ওয়াকওয়ে, পুকুরের দক্ষিণ দিকে নির্মাণ করা হচ্ছে নাট্যমঞ্চ, থাকবে চারদিক জুড়ে কংক্রিট বেঞ্চ, দুটি ফুড কর্নার, নারী-পুরুষের জন্য আলাদা চেঞ্জিং রুম, দু’টি কফি হাউজ, গড়ের মাঝখানে ওভারব্রিজ,পুরো পুকুর জুড়ে রয়েছে ৭টি সিঁড়ি, গাড়ি পার্কিং এর ব্যবস্থা। সাবেক পৌর মেয়র মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু ২০০৮ সালে গড়পুকুরে ক্যাবলকারসহ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি বিনোদনকেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু তেমন কার্যকর হয়নি।

নিম্নমানের হওয়ায় প্রায় সময় ক্যাবলকার পুকুরের মাঝখানে বন্ধ হয়ে যেত। ফলে বিনোদন কেন্দ্রটি বন্ধ হয়ে যায়।

ঐতিহাসিক মুজিবনগর আম্রকানন রক্ষায় আঞ্চলিক কর্মশালা

রপ্তানিযোগ্য ফলের চাষ ছড়িয়ে দেওয়া ও ঐতিহাসিক মুজিবনগর আম্রকাননের আম গাছের পরিচর্যার বিষয়ে মেহেরপুরের মুজিবনগর অডিটরিয়ামে আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল সাড়ে দশটার সময় এই আঞ্চলিক কর্মশালা শুরু হয়। মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খাইরুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকার খামারবাড়ি হর্টিকালচার উইংয়ের পরিচালক কে.জে. এম. আব্দুল আউয়াল।

বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা খামারবাড়ির বছর ব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের পরিচালক ডঃ মোঃ মেহেদী মাসুদ, যশোর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক দীপক কুমার রায়।

কর্মশালায় প্রকল্পের লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়ে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বারাদি হর্টিকালচার উপপরিচালক কৃষিবিদ হাবিবুল ইসলাম খান।

কর্মশালায় বক্তারা বলেন, মুজিবনগর আম্রকাননে ১১৭০ কি আমগাছ রয়েছে। শতবর্ষে এই গাছগুলো তিনটি পরগাছা দ্বারা আক্রান্ত। যে পরগাছাগুলো গাছগুলোকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনার নির্দেশনায় গাছগুলোকে কিভাবে পুনঃ যৌবন দান করা যায় প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। আগামী এক বছরের মধ্যে গাছগুলো আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হবে।

বক্তারা আরো বলেন, বিদেশি ও দেশি যে ফলগুলো রয়েছে সেগুলো কিভাবে রপ্তানি যোগ্য করা যায় সেই চেষ্টায় করছেন বিজ্ঞানীরা।

তারা আরো বলেন, মানুষের চলাচল, গরু-ছাগলের চলাচল নিয়ণ্ত্রণ করতে হবে। বেড়া দিয়ে বাগানের ভিতরে চলাচল নিয়ন্ত্রণ করো যেতে পারে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের পরামর্ক (অব: অতিরিক্ত সচিব) রেজাউল করীম, পরামর্শ হিল হর্টিকালচার্স ও সাবেক প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ এসএম কামরুজ্জামান।

এছাড়াও বিভিন্ন জেলার কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর ও হর্টিকালচারের উপপরচালক, কৃষি কর্মকর্তা, ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

৮৫ লাখ টাকা ব্যয়ে মুজিবনগর আম্রকাননের আম গাছ রক্ষা ও পরিচর্যা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ইতমধ্যে জৈব সার ক্রয়ের দরপত্র আহবান ও বাগান পরিচর্যার যন্ত্রাংশ ক্রয় করা হয়েছে।

মেহেরপুরে কমেছে পাটের আবাদ

পাটের ন্যায্য মূল্য না পাওয়া, খাল-বীল ভরাট, অনাবৃষ্টি, শ্রমিক সংকট এমন নানা প্রতিকুলতায় মেহেরপুর জেলায় প্রতি বছরেই কমেছে পাটের আবাদ। পরিকল্পনা ও সরকারি পৃষ্টপোষকতার অভাবে বারবার লোকসানের মুখে পড়ছে কৃষক। যে কারনে পাটের পরিবর্তে জেলার কৃষকরা এখন ঝুঁকছেন সব্জী চাষে।

কৃষি বিভাগ বলছে, পাটচাষে আগ্রহী করার জন্য চাষিদেরকে প্রণোদনাসহ অন্যান্য সুবিধা দেয়া হচ্ছে। এছাড়াও বিকল্প পদ্ধতিতে পাট পচানোর পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।

মেহেরপুর জেলা কৃষি অফিস সুত্রে জানা গেছে, জেলায় চলতি বছরে মেহেরপুর জেলায় পাট চাষ হয়েছে ১৬ হাজার ৬৩০ হেক্টর জমিতে। অথচ, পাট চাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ২২ হাজার হেক্টও জমিতে। এই বছরে জেলায় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৫ হাজার ৩৭০ হেক্টর কম চাষ হয়েছে।

কৃষি বিভাগ জানান জেলায় জেআরও ৫২৪, বি জে আর আই তোষাপাট-৮, ভারতীয় কৃষি কল্যাণ, মহারাষ্ট্র ও চাকা জাতের পাট আবাদ করে থাকেন চাষীরা।

গাংনীর চৌগাছা গ্রামের আমিরুল ইসলাম অল্ডাম বলেন, “আমি নিয়মিত পাট চাষ করতাম। প্রায় ৮/১০ বছর হলো আর পাট চাষ করিনি। তিনি বলেন, পাট চাষে অধিক পরিশ্রম, পাট পঁচানো পানি আরে শ্রমিকের অভাব। তারপরেও ন্যায্য মুল্য পাওয়া যায়না। পাটের পরিবর্তে আমি বিভিন্ন ধরনের সব্জী আবাদ করে থাকি”।

সদর উপজেলার কালিগাংনী গ্রামের হারেস উদ্দীন বলেন, “প্রতি বছর আমি ৫/৬ বিঘা জমিতে পাটের চাষ করি। মাঠে পাটের ফলন ভাল হলেও পাট চাষীরা নানা সমস্যায় ভোগেন। বিগত বছরগুলিতে দীর্ঘ অনাবৃষ্টি থাকার কারনে পুকুর, খাল বীল ও নালা গুলোতে পানি থাকেনা। কৃষকরা পাট জাগ দেওয়ার সমস্যায় ভোগেন। পাট জাগ দেয়ার মতো পানির ব্যবস্থা না থাকায় অনেকে পুকুর ভাড়া করে সেখানে পানি দিয়ে পাট জাগ দেন। তাতে খরচ বাড়ে অনেক। আবার অনেকেই জমিতেই বাঁধ তৈরী করে পানি জমিয়ে কাঁদা মাটি দিয়ে পাট জাগ দেন। ফলে পাটের মান নষ্ট হওয়ায় ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হন কৃষক”।
মুজিবনগর উপজেলার গৌরীনগর গ্রামের আবুল হাসেম জানান, চলতি বছরে আমার ৩ বিঘা জমিতে পাট চাষ আছে। গত বছরে আমি ৭ বিঘা জমিতে পাট চাষ করেছিলাম। পাট জাগ দেওয়া ও শ্রমিকের অভাবে হিমসিম খেতে হয়েছিল। তাই এই বছর পাট চাষ কমিয়ে এনেছি।

হাড়াভাঙ্গা গ্রামের কৃষক সলেমান ও জাহাঙ্গীর বলেন, পাট পচানোর জন্য কোন উম্মুক্ত জলাশয় না থাকায় চাষীরা পাট চাষ করতে অনীহা প্রকাশ করছেন। খাল বিল সংস্কার ও দখল হয়ে যাওয়া জলাশয় উম্মুক্ত ঘোষণা করার আহবান জানান।

চাষিদের দাবি, হাজা মজা খাল বিল সংস্কার করে পানি প্রবাহ ঠিক রাখলে পাট পচানো সম্ভব। চাষিরা উম্মুক্ত জলাশয়ে পাট জাগ দিতে পারলে পাট চাষ বৃদ্ধি পাবে।

মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার (ডিডি) কৃষিবিদ বিজয় কৃষ্ণ হালদার জানান, চলতি মৌসুমে পাটের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। অনাবৃষ্টির কারণে অনেকেই পাট বীজ বপন করতে পারেনি। আর যারা আবাদ করেছেন পানির অভাবে পাটগাছ বাড়েনি। অন্যদিকে পাট পচানো নিয়েও চাষিরা নানা বিড়ম্বনায় পড়েন। তবুও চাষিদেরকে প্রণোদনাসহ অন্যান্য সুবিধা দেয়া হচ্ছে পাট চাষে আগ্রহী করে তোলার জন্য। বিকল্প পদ্ধতিতে পাট পচানোর পরামর্শ দেয়া হচ্ছে বলেও জানালেন এই কর্মকর্তা।

মুজিবনগরে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উদযাপন

“তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ প্রতিহত করি শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করি” এই প্রতিপাদ্যে মুজিবনগরে র্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবস।

দিবসটি পালন উপলক্ষে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে, আজ শুক্রবার সকাল দশটার দিকে উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে র্যালি বের করা র্যালিটি প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে একটা আলোচনা সভায় মিলিত হয়।

বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসের আলোচনা সভায় মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলামের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল মোমেন, মুজিবনগর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) আমিনুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুস সাদাত রত্ন, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সেরের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা: মেহেদী হাসান।

বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উদযাপনের র্যালী ও আলোচনা সভায় সুশীল সমাজ প্রতিনিধি, এনজিও কর্মকর্তা, উপজেলার কর্মকর্তা কর্মচারীরা অংশগ্রহণ।

মেহেরপুরে রিক্সা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন সম্পন্ন

মেহেরপুর সদর উপজেলা রিক্সা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। এতে ইসমাইল হোসেন সভাপতি ও মোহাম্মদ জসিম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

আজ শুক্রবার (৩১ মে) সকাল ৮ টা থেকে ৪ টা পর্যন্ত কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলে একটানা ভোটগ্রহণ হয়। মোট ৮২২ ভোট থেকে কাস্ট হয়েছে ৬৭২ টি।

এরপর ভোট গণনা শেষে ফলাফল ঘোষণা দেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোঃ আমিনুল ইসলাম খোকন।

ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী, সভাপতি পদে ইসমাইল হোসেন ফুটবল প্রতীক নিয়ে ৩৭৯ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার প্রতিদ্বন্দী মোহাম্মদ মানিক ছাতা প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ১৭৮ ভোট।

সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন জসিম উদ্দিন। তার প্রাপ্ত ভোট ২১৪ টি। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী আশরাফ পেয়েছেন ১৭৮ ভোট এবং সুমন আলি পেয়েছেন ১১২ ভোট।

সহ-সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন জাফর আলী। তার প্রাপ্ত ভোট ২০৫ টি। তার নিকটতম প্রার্থী হাফিজুল ইসলাম পেয়েছেন ১৫০ ভোট।

যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে সানোয়ার হোসেন ২৪৫ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী শাহজাহান আলী পেয়েছে ১৩৬ ভোট।

কোষাধক্ষ্য পদে মনিরুল ইসলাম ২২৪ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী শাহ জামান পেয়েছেষ ১৯৮ ভোট। লাইনম্যান সম্পাদক পদে রুস্তম আলী ২৬১ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী আব্দুল হান্নান পেয়েছেষ ১৯৮ ভোট। প্রচার সম্পাদক পদে মিলন ইসলাম

সনি ২১৫ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী আরিফ পেয়েছেন ১৮৬ ভোট।

দপ্তর সম্পাদক পদে বজলু ২৩১ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রার্থী সাহাবুদ্দিন শেখ পেয়েছেন ১১৭ ভোট।

নির্বাহী সদস্য পদে খোকন আলি পেয়েছেন ৩২৫ ভোট, আজগর আলী পেয়েছে ২৩২ ভোট, রায়হান আলী পেয়েছে ১৮৭ ভোট এবং মোহাম্মদ কালু ১৭৬ ভোট পেয়ে নির্বাহী সদস্য নির্বাচিত হন।

এ সময় ৭ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর নুরুল আশরাফ রাজিব, মিজানুর রহমান হিরন প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

ভোটগ্রহণে নিয়োজিত কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট সবার নিকট কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়েছেন নবনির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক।